

মানোন্নয়ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আরো সদয় হওয়া উচিত

উচ্চশিক্ষার অন্যতম বাহন হিসেবে ১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগ থেকে স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে থাকে। ফলে তাদের শিক্ষা জীবন হয় আরো সুসংহত। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ডিগ্রী (পাস) কোর্সের কোন ছাত্র-ছাত্রী দুর্ভাগ্যবশত তৃতীয় বিভাগ পেলে পরবর্তী বছরেই আবার মানোন্নয়ন পরীক্ষা দিতে পারে। তবে এক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুসৃত পিক-আপ সিস্টেম অর্থাৎ উভয় পরীক্ষার প্রতি বিষয়ের সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নির্ধারণ করা হয়ে থাকে, যা ডিগ্রী অনার্সের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য রয়েছে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই ডিগ্রী (পাস) কোর্সের তৃতীয় বিভাগ পাওয়ায় একটু ভাল ফলাফল তথা ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ পাওয়ার আশায় মানোন্নয়ন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে পিক-আপ সিস্টেম অনুসরণ না করে শুধুমাত্র মানোন্নয়ন পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল ঘোষণা করেছে। যাতে অনেক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী আবারও তৃতীয় বিভাগই পেয়েছে। ফলে এ অবস্থায়

তাদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে নেমে এসেছে আমানিশার যোর অস্বকার। আবার তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী পরিবারের কাছেও অনেক সময় উপেক্ষিত হয়ে যায়। এমন কি সহপাঠীদের কাছেও হয়ে ওঠে অসহ্যের পাত্র। ইদানীং সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ের চাকরিতেও তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্তদের অবজ্ঞার চোখে দেখা হয়ে থাকে। ফলে হতাশা আর অনিশ্চয়তায় অভিভাবিত হয়ে থাকে তাদের জীবন।

কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যদি মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে উভয় পরীক্ষায় প্রতি পত্রের-প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল নিরূপণ করে, তবে অনেক তৃতীয় বিভাগপ্রাপ্ত মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থী ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ পেতে পারে। তাই অন্তত মানবিক কারণেই বিগত বছরগুলোতে মানোন্নয়ন পরীক্ষার্থীদের উভয় পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ের প্রাপ্ত সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে ফলাফল পুনঃনির্ধারণ করে সংশোধিত মার্কসীট ও সনদপত্র প্রদান করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত অনুরোধ করছি।

তোফাজ্জল হোসেন মিল্টু,

গ্রাম: হাটীপাড়া, ডাকঘর: বংশুরী, জেলা: মানিকগঞ্জ।